শিল্পকলা, সাহিত্য ও ইসলাম

রচনা

প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান

সম্পাদনা

ড. মো. আব্দুস সাত্তার

Academia Publishing House Ltd

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সুন্দর উপস্থাপনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করেছেন এবং নান্দনিকতাকে আমাদের কাছে উপভোগ্য করেছেন। আর আমাদের সঠিক পথ দেখাবার জন্য এবং যাতে আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল হয় তা শিখাবার জন্য তাঁর মহান রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সাহাবিদের ওপর, আর যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করেন ও করবেন তাদের ওপর।

মুসলিম বিশ্ব দীর্ঘদিন অচেতন ঘোরের মধ্যে অতিবাহিত করেছে। এ সময় তারা চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ ছিল, শিল্প-সাহিত্যে ছিল অনগ্রসর। ফলে তাদের পক্ষে এ সময় উন্নত কোনো সাহিত্য, নান্দনিক কোনো শিল্পকলা, আকর্ষণীয় কোনো সংস্কৃতি এবং অগ্রসরমান কোনো চিন্তাভাবনা মানবসমাজকে উপহার দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সুখের কথা হলো, মুসলিম বিশ্ব কিছুদিন থেকে দীর্ঘ ঘোর ও অবচেতন অবস্থা থেকে চৈতন্য ফিরে পেতে আরম্ভ করেছে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের মাঝে একটি জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তা পরিলক্ষিত হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর শুরু এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে। দিন দিন এ জাগরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনের সর্বত্র তার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সন্দেহ নেই, এ জাগরণের পশ্চাতে রয়েছে শিল্প ও সাহিত্যের বড় ভূমিকা ও অবদান। কাজেই এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, শিল্পকলা ও সাহিত্যের উন্নয়ন চিন্তা-চেতনার উন্নয়নে এবং ইসলামী জাগরণকে শক্তিশালী করতে বিরাট ভূমিকা রাখে।

এ কথাও কারো কাছে অবিদিত নয় যে, জাতির নৈতিকতা গঠনে এবং মানবমনে বিশ্বাস স্থাপনে শিল্প ও সাহিত্যের ভূমিকা গৌণ নয়। মানুষের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে ও এতদুভয়ের ভূমিকা খাটো করে দেখার মতো নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে শিল্প ও সাহিত্যই প্রধান ভূমিকা রাখে।

তেমনিভাবে নৈতিকতার অবক্ষয়, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনার বিকাশ এবং অশ্লীলতার সয়লাব ঘটাতেও উভয়ের জুড়ি মেলা ভার। মোদ্দাকথা, শিল্প ও সাহিত্য হলো দুইধারী তরবারির মতো। তাকে মন্দ কাজে অশ্লীলতার বিকাশে যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনিভাবে মানবকল্যাণে, মানুষের মাঝে সঠিক আকিদা স্থাপনে এবং নৈতিকতা গঠন ও মূল্যবোধ বিকাশেও ব্যবহার করা যায়। এ কারণেই আলিম ও সুশীল সমাজের কর্তব্য হলো উভয়কে সঠিক ধর্মীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া, যাতে শিল্প ও সাহিত্য সঠিক ইসলামী জাগরণ সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে এবং মানবসমাজে কল্যাণকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই কাঙ্ক্ষিত কাজটি হয়নি। ফলে শিল্প ও সাহিত্য নৈতিকতা গঠনে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না; সঠিক ইসলামী জাগরণ সৃষ্টিতেও অবদান রাখতে পারছে না।

তবে হ্যাঁ, মুহাম্মদ কুতুব তাঁর *'মানহাজুল ফান আল ইসলামী'* নামক গ্রন্থে সঠিক দিকনির্দেশনা দানের একটা প্রয়াস চালিয়েছেন। 'শিল্প' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সাহিত্য, নৃত্য, মিউজিক, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য নির্মাণ, গ্রাফিকস্, খোদাইশিল্প ইত্যাদি সবকিছুই তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি যখন শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করেন তখন কেবল ইসলামী সাহিত্যের রূপরেখা নিয়েই আলোচনা করেছেন; শিল্পের অন্যান্য অঙ্গন ও অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেননি।[১]

অন্যদিকে ইউসুফ আল কারযাভীও যখন তাঁর *'আল ইসলাম ওয়াল ফান'* (ইসলাম ও শিল্পকলা) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন তিনিও অনেক শিল্প যেমন: নাটক, সিনেমা, নৃত্য ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি। শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কুশলীদের কোনো ইসলামী দিকনির্দেশনাও দেননি। তেমনিভাবে ইসলামী বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও দা'য়ী বা মুবাল্লিগদের কর্তব্য ছিল শিল্প ও সাহিত্যের দিকে এগিয়ে আসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ইসলামপন্থীরা শিল্পকলা ও সাহিত্যের অঙ্গন হতে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। শিল্প ও সাহিত্য এক উপত্যকায় থাকলে তারা অন্য উপত্যকায় বসবাস করছেন। তারা শিল্প ও সাহিত্যবিমুখতাকে তাকওয়াপূর্ণ জীবনের জন্য অপরিহার্য মনে করছেন। আনন্দ-বিনোদন ইসলামে হারাম ও বর্জনীয় না

১ ফ্রিজ জাররার, ফিল আদব আল ইসলামি, আল উম্মা সাময়িকী, জিলকদ, ১৪০২ হি. ২৭ আগস্ট ১৯৮৪ খ্রি.।

হলেও তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছেন। শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে তাদের এ অবস্থানের ফলাফল খারাপ হয়েছে। শিল্পানুরাগী জনগণ ও শিল্পীরা বিশেষত সিনেমা ও নাটকের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা মনে করে নিয়েছে যে, ইসলামের সাথে শিল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ধারণা, ইসলাম শিল্প ও সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত তো করেই না, বরং তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, তারা মনে করে ইসলামপন্থীরা শিল্পের শত্রু। শিল্প ও সাহিত্যবিকাশের পথে তারাই প্রধান বাধা বা অন্তরায়।

এখান থেকেই শুরু হয়েছে ইসলামপন্থী ও তথাকথিত শিল্পীদের মধ্যে দূরত্ব ও দ্বন্দ্ব। তারা বলতে আরম্ভ করেছে ইসলাম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম। ইসলাম শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পছন্দ করে না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। সুতরাং এ ধর্ম আরব বেদুঈনদের জন্য উপযুক্ত হলেও আধুনিক সভ্য সমাজের জন্য উপযুক্ত নয়।

অন্যদিকে ইসলামপন্থীরা শিল্পের ময়দানে না থাকায় এবং শিল্প ও সাহিত্যাঙ্গন অন্যদের একচেটিয়া দখলে থাকায় কায়েমি স্বার্থবাদীরা শিল্প ও সাহিত্যকে পুরোপুরি করায়ত্ত করার সুযোগ পেয়ে গেছে। ফলে তারা শিল্প ও সাহিত্যকে টাকা রোজগারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর তা করতে গিয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ধ্বংস করে ফেলছে; মানুষের আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট করছে। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য ও শিল্পাঙ্গনে কুপ্রবৃত্তি ও যৌনতার ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছে। যৌনসাহিত্য, যৌন সুড়সুড়িদানকারী গান, গল্প, উপন্যাস ব্যাপকভাবে লিখিত হচ্ছে। অশ্লীল গান, অশ্লীল নাটক, সিনেমা, নগ্ননৃত্য, মিথ্যা ও অনৈতিকতা প্রচারকারী প্রবন্ধ, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধবিরোধী গ্রন্থ ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ছে। এমন সব শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, যা অন্যায়কে মূল্যবোধ আর মূল্যবোধকে অবক্ষয় বলে প্রচার করছে। নৈতিকতা ও শিষ্টাচারকে অনৈতিক আর অনৈতিকতা ও অশিষ্টাচারকে নৈতিকতা বলে চালাচ্ছে। এভাবেই শিল্প ও সাহিত্যের নামে সমাজে অশ্লীলতা, অন্যায়, যৌনতা, বেহায়াপনা, নাস্তিকতা, ইত্যাদি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে।

তাছাড়া শিল্প ও সাহিত্যকে সঠিক ইসলামী দিকনির্দেশনা না দেওয়ার কারণে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা গ্রিক ও পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

তারা তা থেকে আত্মিক ও শৈল্পিক সহায়তা নিচ্ছে। পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনায় নিজেদের মন ও মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করছে। ফলে তারা এমন সব শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করছে, যা মন ও দেহের খোরাক জোগালেও আত্মা ও আধ্যাত্মিকতা তাতে উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।[২]

এছাড়া শিল্পী ও সাহিত্যিকরা পাশ্চাত্যের শিল্পমতবাদ যথা: ক্ল্যাসিক, রোমান্টিসিজম, সিম্বলিজম, অস্তিত্ববাদ, বস্তুবাদ, কমিউনিজম ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এর ফলে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় চিন্তা নড়বড়ে হয়ে পড়ছে এবং তাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও নাস্তিকতাবাদ ইত্যাদির বিকাশ হচ্ছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, আজকে অনেক মুসলমান ইসলামের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা ভাবছে ইসলামী সাহিত্য ও শিল্পকলা কি আদৌ মানুষকে আনন্দ ও বিনোদন দিতে সক্ষম? মানুষের রসবোধকে তৃপ্ত করতে পারবে?

আমরা অস্বীকার করি না যে, কিছু কিছু ইসলামপন্থী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারা কিছু ইসলামী সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টিও করেছেন। তবে তার সংখ্যা অত্যন্ত কম। আবার তা সঠিক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট নয়। যার কারণে ইসলামের নামে হলেও প্রকৃত অর্থে সেগুলো পুরোপুরি ইসলামী শিল্পকলা বা ইসলামী সাহিত্য হতে পরেনি। বরং ইসলামের নামে অনৈসলামিক শিল্পকলায় পরিণত হয়েছে। আর যা কিছু সঠিক ইসলামী শিল্পকলা ও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তাও মানুষের মধ্যে বড় কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তার দ্বারা মুসলমানদের তেমন বড় কোনো ফায়দাও হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য হলো যারা এ ময়দানে কাজ করতে চায়, তারা যাতে ইসলামী দিকনির্দেশনার আলোকে সঠিক অবদান রাখতে পারে সেজন্য শিল্প ও সাহিত্যাঙ্গন সম্বন্ধে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা দেওয়া।

বস্তুত, ইসলাম শিল্পকলা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করে না এবং এ সম্বন্ধে নেতিবাচক অবস্থানও গ্রহণ করে না। বরং শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান ইতিবাচক ও গঠনমূলক। তবে যে শিল্পকলা পৌত্তলিকতা, অশ্লীলতা, নাস্তিকতা, অনৈতিকতা, অন্যায় ও অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দেয়, তাকে

২ মুহাম্মদ কুতুব, জাহেলিয়্যাতুল করন আল ইশরিন, (বৈরুত: দারুশ শুরুক ১৯৭৫ খ্রি.) পৃ. ২২১।

ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে । আর যে শিল্পকলা মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, শালীনতা, মানবিকতার বিকাশ ঘটায় ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে। ইসলাম নির্মল আনন্দ-বিনোদনকে হারাম করেনি। কাজেই ইসলাম শিল্পকলাকে উপেক্ষা করে- এ কথার কোনো ভিত্তি নেই।

সংগত কারণেই আমি পিএইচডি গবেষণার জন্য 'শিল্পকলা ও সাহিত্য: পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম' এ বিষয়টি গ্রহণ করি। আমি এ অভিসন্দর্ভে শিল্পকলা ও সাহিত্যাঙ্গন সম্বন্ধে ইসলামের অবস্থান কী তা আলোচনা করেছি। আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শিল্পচর্চাকারীদের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা দানের প্রয়াস পেয়েছি, যাতে যারা শিল্পকর্ম ও সাহিত্যকে সুকুমারবৃত্তি ও মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দিতে চায়, তারা তা দিতে পারে। কিংবা যারা তাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মকে পবিত্র আনন্দ-বিনোদনের উপকরণ বানাতে চায়, তারা তা বানাতে পারে।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছি তা হলো: আমি এর বিষয়বস্তু মোট চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনটি করে পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি শিল্পকলা সম্পর্কে সাধারণ ধারণার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর প্রথম পরিচ্ছেদে শিল্পকলা ও তার প্রকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে শিল্পকলার আভিধানিক অর্থ, পারিভাষিক সংজ্ঞা ও তার প্রকার এবং যুগে যুগে ইসলামের সাথে শিল্পকলার সম্পর্কের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী শিল্পকলার প্রকৃতি, ইসলাম ও শিল্পকলার সম্পর্ক, ইসলাম প্রচারের জন্য শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা, ইসলাম যে ধরনের শিল্পকলা কামনা করে তার রূপরেখা পেশ করা হয়েছে। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলাম ও শিল্পকলার দ্বন্দ্বের প্রকৃতি, ইসলাম শিল্পকলা বিকাশের পথে বাধা কি না? এবং 'শিল্পের জন্য শিল্পকলা' মতবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ ও অমুসলিমদের শিল্পকলা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়েও অনুরূপ তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আদব বা সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য ও তার অর্থের ক্রমোন্নতি, তাতে সাহিত্যের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, সংজ্ঞা, যুগে যুগে সাহিত্যের সাথে ধর্মের

সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী সাহিত্যের রূপরেখা, পরিধি, মাত্রা, চিন্তাগত দিক, ইসলামী সাহিত্যে আকিদা ও চারিত্রিক দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখকের স্বাধীনতা এবং ইসলামী গল্প-উপন্যাসে প্রেম-প্রীতি ও যৌন প্রসঙ্গের অবতারণা বিষয়ে ইসলামের অবস্থান আলোচনা করে ইসলামী সাহিত্য ও সামাজিক বাস্তবতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো শিল্পকলা প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান। এতে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মূর্তি ও ভাস্কর্যশিল্প সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান, ছবি সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ও ফটোগ্রাফি সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রেখাচিত্র ও স্থাপত্যশিল্প বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র, লেখনশিল্প, গ্রাফিক্স ও স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে অভিনয়শিল্প যথা: মিউজিক, নৃত্যশিল্প, নাটক, অপেরা এবং সিনেমাশিল্প সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টি হলো শেষ অধ্যায়। এতে সাহিত্য অনুষঙ্গ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান বিষয়ে তিনটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে আছে গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও গল্পকাব্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে গানবাজনা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিষয়ক আলোচনা। এতে গানের সাধারণ বিধান ও গান সম্পর্কে আলিমদের অভিমত আলোচনা করা হয়েছে। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে গদ্যসাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বক্তৃতা, পত্র, গল্প, উপন্যাস, সংলাপ, সীরাতসাহিত্য এবং ভ্রমণসাহিত্য, অলংকারসাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টির শেষ পর্যায়ে সাংবাদিকতাশিল্প ও বিজ্ঞাপনশিল্প বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহারে মানুষের চরিত্র, নৈতিকতা ও চিন্তাভাবনার পুনর্গঠনে শিল্পকলার ভূমিকা এবং মানবজীবনে শিল্পকলার গুরুত্ব ও প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমি সিনেমার আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করেছি; কারণ এর সম্পর্ক সাহিত্যের চেয়ে শিল্পকলার সাথেই বেশি। আর নাটকের সম্পর্ক সাহিত্যের সাথে বেশি হলেও তার আলোচনাও তৃতীয় অধ্যায়ে করেছি। কারণ নাটক যখন মঞ্চায়ন করা হয় তখন তার সম্পর্ক শিল্পকলার সাথেই বেশি হয়ে যায়; যা কারো কাছে অবিদিত নয়।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি যেসব শিল্প ও সাহিত্যঅনুষঙ্গের ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে, সেসব বিষয়ে আলিমদের মতামত পর্যালোচনার পর যে অভিমতটি দলিল-প্রমাণের আলোকে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেছি তাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি। হুকুমদানের ক্ষেত্রে আমি সর্বাবস্থায় সহজনীতি অবলম্বন করেছি। যাকে হালাল, মুবাহ বা বৈধ বলা সম্ভব বলে মনে হয়েছে তাকেই বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছি। কারণ এটিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নীতি। কারণ কোনো বিষয়ে তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে তিনি সহজটাই গ্রহণ করতেন।[৩] তিনি সবসময় বলতেন, 'তোমরা সহজ নীতি অবলম্বন করো, কঠোরতা অবলম্বন করো না। সুসংবাদ দাও নফরত সৃষ্টি করো না।[৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, আর যা হারাম করেছেন তা হারাম; আর যে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন তা মাফকৃত বা বৈধ। অতএব তোমরা আল্লাহর মাফকৃত জিনিসগুলো গ্রহণ করো। কারণ আল্লাহ কোনো কিছু ভুলে যান না। তারপর তিনি আল-কুরআনের وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ مريم (তোমার প্রভু কোনো কিছু ভুলে যান না।) আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।'[৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন,

---

৩ হাদিসে আছে: 'যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হতো; তখন তিনি গুনাহের ব্যাপার না হলে সহজটাই গ্রহণ করতেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলতেন, 'তোমাদের উত্তম দীন হচ্ছে সহজটিই' (আহমদ কর্তৃক বর্ণিত) আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন: 'আল্লাহর দীন সহজতর'। (দেখুন, *মুখতাসার তাফসির ইবনে কাসির*, খণ্ড ১, পৃ. ৩৮৩)।

৪ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু তা'মিরুল ইমাম আল ওমারা আলাল বুয়ুসি ওয়া ওয়াসিয়াতাহু ইয়্যাহুম বি-আদাবিল গাযবি ওয়া গাইরিহি, নুববি (শারহু মুসলিম, বৈরুত: দারুল ফিকির, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৮ হি. ১৯৭৮ খ্রি.) খণ্ড ১২, পৃ. ৩৬-৩৭।

৫ হাকেম, খণ্ড ২, পৃ. ৪০৬, হা: ৩৪১৯, হাদিসটি আবু দারদা থেকে বর্ণনা করে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা যাহাবী তার বক্তব্য সমর্থন করে হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। দারাকুতনি খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯, হা: ২০৬৬ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (আয়াতটি সূরা আল মরিয়ামের ৬৪)।

আল্লাহ তাআলা কিছু জিনিস ফরজ করেছেন, তোমরা তা পরিহার করো না। আর কিছু জিনিসের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা সেই সীমানা লঙ্ঘন করো না। আবার কিছু বিষয় সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেছেন ভুলে গিয়ে নয়; বরং তোমাদের প্রতি রহমতস্বরূপ, সেসব বিষয়ে তোমরা অনুসন্ধান করতে যেও না।[৬]

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আমি হালাল ও হারাম শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছি। কারণ আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ المائدة

'হে মু'মিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন, সেসবকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা খাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা ইমান এনেছো।' [সূরা আল মায়িদা: ৮৭-৮৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ الاعراف

৬ দারাকুতনি কর্তৃক আবু সা'লাবা আল খুশনি থেকে বর্ণিত। হাফেয আবু বকর সুমআনী তাঁর 'আমালি'তে, ও নুববি তাঁর 'আল আরবাঈনে, হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। দেখুন, মাজমুয়াতুল হাদিস, (রিয়াদ: মাক্তাবুতুর রিয়াদ আল হাদিস।)

বলো, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব সুন্দর বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তাকে কে নিষিদ্ধ করেছে? বলো, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা ইমান আনে। এ ভাবেই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি। বলো, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা, যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। [সূরা আল আরাফ: ৩২-৩৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦ النحل

তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না এটি হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবে না। [সূরা আন-নাহল: ১১৬]

আর যেসব বিষয় সম্বন্ধে কুরআন কিংবা সহিহ হাদিস পাওয়া যায়নি; যেমন শিল্পকলা ও সাহিত্যঅনুষঙ্গ; যা অহি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে, যেমন: নাটক, সিনেমা, উপন্যাস, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি সেসব বিষয়ে হুকুমদানের জন্য আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। কখনো অতীতের ওলামা ও ইসলামী ফকিহদের ওপর ভিত্তি করে; আবার কখনো কিয়াসের ওপর নির্ভর করে এবং তা বিখ্যাত সাহাবি মুয়ায ইবনে জাবাল রা. এর অনুসরণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়ামেনের কাজি বা বিচারক হিসেবে প্রেরণকালে জিজ্ঞাসা করেন: কীভাবে তুমি মামলার ফায়সালা করবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহর কিতাব কুরআন মতে। আর যদি সমস্যার সমাধান তাতে পাওয়া না যায়, তাহলে রাসূলুল্লাহর সুন্নাত মতে ফায়সালা করবো। যদি তাতেও সমাধান পাওয়া না

যায়, তাহলে আমি আমার অভিমত বা রায় গ্রহণের চেষ্টা করবো এবং তাতে কার্পণ্য করবো না।'[৭]

যেসব বিষয়ের হুকুমের ব্যাপারে কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা সহিহ কোনো হাদিস নেই, সেসব বিষয়ের হুকুম ইস্তিম্বাত করার জন্য আমাকে কখনো কখনো ফিকাহর মূল উৎসসমূহ ও তার রীতিনীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন আমাকে *'মাসালিহে আল মুরসালা'* (উপেক্ষিত কল্যাণ) *'সাদ্দুয যারয়ে'* (মন্দের পথ বন্ধকরণ) ও *'ইস্তিহসান'* (গোপন কিয়াস) ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভ রচনার সময় আমি যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, তা হচ্ছে: এ বিষয়ে লিখিত উৎসগ্রন্থের অপ্রতুলতা। কোনো কোনো বিষয়ে আদৌ কোনো উৎসগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমি অতীতের এবং বর্তমান যুগের কোনো ফকিহর অভিমত পাইনি। সেসব বিষয়ে আমাকে কুরআন-হাদিসের মৌলিক শিক্ষা, ইসলামী ফিকাহর মূলনীতি ও ইসলামী ফিকাহর মূল উৎসের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হয়েছে।

প্রয়োজনীয় আলোচনা ও মতবিনিময়ের জন্য এসব বিষয়ে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ আলিম ও ইসলামী মনীষীর অভাব। দুঃখের বিষয় হলো, যেসব আলিম, মুফতি ও ফকিহ ইসলামী শরিয়ত বিষয়ে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ, তাদের অনেককেই এসব বিষয় সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ বা ধারণাহীন পেয়েছি। আর যারা শিল্পসাহিত্য বোঝেন ও জানেন তাদেরকে ইসলামী শরিয়ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ দেখেছি। ফলে মতবিনিময়ের জন্য তেমন কোনো লোক পাইনি। তাছাড়া শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই সংকীর্ণ বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। অবশ্য তার কারণও রয়েছে। মতবিনিময়ের জন্য আরব দেশের আলিম ও বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শরিয়ত বিষয়ে সুপণ্ডিত শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগের সমস্যাও একটা বড় প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়েছে।

এসব বাধার মধ্যে এ দেশে অনেক কিছু ইসলামী বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী বিষয় বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলামী বিধান না হয়েও ইসলামী বিধান বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। এসব বিষয় সম্বন্ধে সঠিক কথা বলা

---

৭ দেখুন, ইউসুফ কান্দলভী, হায়াতুস সাহাবা, (দারুল কলম, ২য় সংস্করণ ১৯৮২ খ্রি.) খণ্ড ৩, পৃ. ২৫০-২৫১; তিনি আরও বলেন এটি আবু দাউদ, তিরমিযি, দারিমি কর্তৃক বর্ণিত।

আমার মতো ক্ষুদ্র গবেষকের জন্য সত্যিই কঠিন ও দুষ্কর ছিল; যা পাঠক এ থিসিসে লক্ষ করবেন। দীর্ঘদিন থেকে শিল্পকলার কিছু বিষয় সম্বন্ধে এ দেশের আলিম ও ফকিহগণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে আসছেন। কারণ সেসব শিল্পে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ও অনৈতিকতার জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আলিমগণ সেসব বিষয় সম্বন্ধে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অথচ সেসব শিল্পকে যদি অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামুক্ত করা যেত, তাহলে তা হালাল ও বৈধ হতো। এমনকি তা ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থেও ব্যবহার করা যেত। এ বিষয়টি অনেক আলিম ও ফকিহ বুঝতে চায় না; বিশ্বাস করতে চায় না। তারা তাদের পূর্বের অবস্থানে এতোই অনড় যে, তাদের আচরণ দেখে মনে হয় যেন তার রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন হলেও কখনো তার হুকুম পরিবর্তন হবে না।

এসব কারণেই আমাকে বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে ইসলামের হুকুম উদ্‌ঘাটনের সময় ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার প্রত্যাশা, যদি হুকুম উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে আমি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি; তাহলে ভবিষ্যতে এমন কেউ আসবেন যারা সঠিক হুকুম আবিষ্কারে সক্ষম হবেন। আর আমার ভুল সংশোধন করে মুসলামানদের সঠিক ইসলামী সিদ্ধান্ত জানিয়ে ইসলামের আলোকে শিল্প ও সাহিত্যচর্চার পথ সুগম করে দিবেন।

পরিশেষে, আমি একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ (এপিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম আবদুল আজিজ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ কারণে যে, তিনি আমার গবেষণাকর্মটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্য তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০২৩

সূচি

প্রথম অধ্যায়

শিল্পকলা ও ইসলাম

প্রথম পরিচ্ছেদ: শিল্পকলা ও তার প্রকার ২৩

- শিল্পকলার সংজ্ঞা ও প্রকার ২৩
- যুগে যুগে ধর্ম ও শিল্পকলার সম্পর্ক ২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী শিল্পকলার প্রকৃতি ৩৩

- ইসলাম ও শিল্পকলার সম্পর্ক ৩৩
- ইসলাম প্রচারের জন্য শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা ৪১
- ইসলামে কাঙ্ক্ষিত শিল্পকলার পরিচিতি ও রূপরেখা ৪৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলাম ও শিল্পকলার দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ৫১

- ইসলাম কি শিল্পকলার প্রতিবন্ধক? ৫১
- ইসলামের দৃষ্টিতে 'শিল্পের জন্য শিল্পকলা' মতবাদ ৫৩
- অমুসলিমদের শিল্পকলা সম্বন্ধে ইসলামের অবস্থান ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য ও ইসলাম

প্রথম পরিচ্ছেদ: সাহিত্যের সংজ্ঞা ও তার অর্থের ক্রমোন্নতি ৬৫

- আদব (সাহিত্য) শব্দের তাৎপর্য ও তার অর্থের ক্রমোন্নতি ৬৫
- যুগে যুগে সাহিত্য ও ধর্মের সম্পর্ক ৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সাহিত্যের রূপরেখা ও মাত্রা ৭৫

- ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা ও রূপরেখা ৭৫
- ইসলামের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক ৭৮
- ইসলামী সাহিত্য কি যুগবিশেষের সাহিত্য, না বিশেষ চিন্তাগত সাহিত্য? ৮৬
- ইসলামী সাহিত্যে আকিদা ও নৈতিকতার দায়বদ্ধতা ৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সামাজিক বাস্তবতায় ইসলামী সাহিত্য ৯৯
- ইসলামী সাহিত্য ও লেখকের স্বাধীনতা ৯৯
- ইসলামী সাহিত্য ও প্রেম ১০৮

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পকলার অনুষঙ্গ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ: মূর্তি ও ভাস্কর্যশিল্প সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ১২৩
- ইসলামে প্রাণীর মূর্তি বা ভাস্কর্য তৈরির হুকুম ১২৭
- একটি সন্দেহ ও তার জবাব ১৩৩
- প্রাণীর অর্ধমূর্তি বা অর্ধভাস্কর্য তৈরির হুকুম ১৩৭
- শিশুদের খেলার জন্য প্রাণীর আকৃতি সংবলিত পুতুল ব্যবহারের হুকুম ১৩৯
- চিত্রাঙ্কন প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান ১৪১
- সৌন্দর্য বর্ধন ও স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে অঙ্কিত চিত্র প্রসঙ্গে ফকিহদের অভিমত ১৪৫
- ছবি অঙ্কন প্রসঙ্গে অগ্রাধিকার পাওয়া অভিমত ১৬১
- ফটো বা আলোকচিত্র বিষয়ে ইসলামের নীতি ১৬৪
- ফটো বা আলোকচিত্র বিষয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত ১৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কার্টুন, রেখাচিত্র ও স্থাপত্যশিল্প বিষয়ে ইসলামের অবস্থান ১৭১
- কার্টুন বিষয়ে ইসলামের অবস্থান ১৭১
- কার্টুনের ব্যবহার ১৭২
- লিখনশিল্প, রেখাচিত্র ও গ্রাফিক্স সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ১৮২
- স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ১৯০
- ইসলামের দৃষ্টিতে স্থাপত্যশিল্প ১৯৩
- স্থাপত্যশিল্পের প্রতি ইসলামের দিকনির্দেশনা ২০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মিউজিক ও অভিনয়শিল্প সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ২০৭
- মিউজিক সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ২০৭
- মিউজিক সম্পর্কে ইসলামের হুকুম ২০৯
- যেসব আলিম ও ফকিহ মিউজিক হারাম বা অবৈধ মনে করেন তাদের দলিল ২১০

- যেসব আলিম ও ফকিহ মিউজিক বৈধ মনে করেন ২২৫
- যেসব আলিম ও ফকিহ মিউজিক বৈধ মনে করেন তাদের দলিল ২২৯
- যারা মিউজিক বৈধ মনে করেন তাদের দৃষ্টিতে মিউজিকের উপকারিতা ২৩৯
- উভয় মতের দলিলের পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন ২৪০
- অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত ২৪২
- নৃত্যশিল্প সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ২৪৪
- ভারতীয় নৃত্যের হুকুম ২৪৬
- সাধারণ নৃত্যের হুকুম ২৪৮
- নাটক ও অপেরা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ২৫৩
- গ্রিক-নাটক অনুবাদ থেকে আরবদের বিরত থাকা প্রসঙ্গে ২৫৬
- নাট্যশিল্প সম্পর্কে মুসলিম ফকিহদের অভিমত ২৬৩
- নাট্যকলা সম্পর্কে আমাদের অভিমত ২৭২
- নাট্যশিল্প সম্পর্কে ইসলামের হুকুম ২৯২
- নবি-রাসূলদের ভূমিকায় অভিনয় করার হুকুম ২৯৬
- নবি-রাসূলদের ভূমিকায় অভিনয় করা প্রসঙ্গে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া কমিটির সিদ্ধান্ত ৩০১
- মন্দের পথ বন্ধ করা ৩০৪
- নবি-রাসূলদের নিয়ে নাটক করার ক্ষতি ৩০৬
- শিল্পকলার আলাদা ক্ষেত্র ৩০৯
- নবি-রাসূলদের ভূমিকায় অভিনয় করা প্রসঙ্গে মিশরের দারুল ইফতার ফতোয়া ৩১০
- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী, তাঁর পরিবারের সদস্য ও তাঁর সাহাবিদের ভূমিকায় অভিনয় করার হুকুম ৩১১
- সৌদি আরবের বড় আলিমদের সংগঠনের সিদ্ধান্ত ৩১৬
- নাট্যশিল্প ও শিল্পীদের প্রতি ইসলামের দিকনির্দেশনা ৩১৮
- সিনেমা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৩২০
- চিন্তাভাবনা ও মতবাদ প্রচারে সিনেমার ভূমিকা ৩২৩
- ইসলামে সিনেমার হুকুম ৩২৬
- সিনেমার প্রতি ইসলামের দিকনির্দেশনা ৩২৯

চতুর্থ অধ্যায়
সাহিত্যের অনুষঙ্গ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদঃ কাব্যশিল্প প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান ৩৩৩

- আরবি কবিতার প্রকার ৩৩৬
- কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে আল-কুরআনের অবস্থান ৩৩৭
- কবিতা প্রসঙ্গে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থান ৩৩৯
- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কবিতার প্রশংসাকরণ ৩৫৭
- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবিতা শোনা ও কবিতার প্রতি গুরুত্বারোপ ৩৫৯
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কাফিরদের কবিতা শোনা এবং সেসম্পর্কে মন্তব্যকরণ ৩৬৬
- কবিতা সম্বন্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থান প্রসঙ্গে কিছু সন্দেহ ও তার জবাব ৩৭১
- সন্দেহ নিরসন ৩৭৪
- কবি ও কবিতার প্রতি ইসলামের দিকনির্দেশনা ৪০৬
- মহাকাব্য প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান ৪১৩
- আরব জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি ও চিন্তাগত উন্নতির যুগে তারা কেন মহাকাব্য রচনা করেনি? ৪১৬
- ইসলামে মহাকাব্যের হুকুম ৪১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ গানবাজনা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৪২৪

- ইসলামের দৃষ্টিতে গানবাজনা ৪২৪
- যারা গানবাজনা হারাম মনে করেন আল-কুরআন থেকে তাদের দলিল ৪২৬
- গানবাজনা বৈধ বলে মন্তব্যকারী আলিমদের অভিমত ৪৫৪
- যারা গানবাজনা বৈধ মনে করেন আল-কুরআন থেকে তাদের দলিল ৪৫৫
- যারা গানবাজনা বৈধ মনে করেন হাদিস থেকে তাদের দলিল ৪৫৮
- ঈদের দিন গানবাজনা করা ৪৫৯
- বিয়ের সময় গানবাজনা করা ৪৬১

- খতনার সময় গানবাজনা করা ৪৬৭
- কাউকে স্বাগত জানানোর জন্য বা মানত পূরণ করার জন্য গানবাজনা করা ৪৬৮
- কোনো উপলক্ষ ছাড়া সাধারণ অবস্থায় গানবাজনা করা ৪৬৯
- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুদাই গান শোনা ৪৭৫
- গানবাজনা হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে কি আসলেই ইজমা হয়েছে? ৪৭৭
- ফকিহ মুহাদ্দিস মুফাসসির আবুল কাসেম কোশাইরীর অভিমত ৪৭৮
- এহইয়ায়ু উলুমুদ্দিনে উল্লিখিত আবু হামেদ আল গায্যালীর অভিমত ৪৭৯
- শায়খ সৈয়দ সাবেক-এর অভিমত ৪৭৯
- সালমান ইবন ফাহাদ আল-আউদার অভিমত ৪৮০
- শায়খ মুহাম্মদ শালতুতের অভিমত ৪৮০
- শায়খ রশিদ রেযা মিসরির অভিমত ৪৮১
- শায়খ জাদাল হক আলী জাদাল হক-এর অভিমত ৪৮১
- শায়খ মুহাম্মদ আল গাযালীর অভিমত ৪৮২
- শায়খ আলী জুমআর অভিমত ৪৮৪
- শায়খ আদিল কালবানীর অভিমত ৪৮৪
- আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীর অভিমত ৪৮৭
- গানের হুকুম সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা ৪৮৮
- গানবাজনার প্রতি ইসলামের দিকনির্দেশনা ৪৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ গদ্যসাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৪৯১

- বক্তৃতা, পত্র, গল্প ও সীরাতসাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৪৯১
- বক্তা ও বক্তৃতাশিল্পের প্রতি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকনির্দেশনা ৪৯৯
- পত্রসাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫০২
- আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কাছে রাসূল সা.-এর প্রেরিত পত্র ৫০৬
- পারস্যসম্রাট কিসরার কাছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্র ৫০৭
- রোমানসম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্র ৫০৮

- গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫০৮
- ইসলামে কাল্পনিক গল্প বানিয়ে বলার হুকুম ৫১৫
- আল কুরআন আধুনিক গল্পের সকল চাহিদা ও উপাদান পূর্ণ করে ৫২০
- সংলাপ সংবলিত সীরাত সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫২৩
- প্রবন্ধসাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫৩০
- ভ্রমণসাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫৩৪
- সমালোচনা ও অলংকারসাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫৪১
- সংবাদ ও বিজ্ঞাপনশিল্প সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫৫০
- সংবাদমাধ্যম সম্বন্ধে ইসলামের অবস্থান ৫৫২
- আল-কুরআনে আধুনিক সাংবাদিকতার মৌলিক উপাদান ৫৫৮
- আল-কুরআনে সাংবাদিকতার মূল ভিত্তিসমূহ ৫৬১
- বিজ্ঞাপন সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫৬৪
- সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিগত অভিমত প্রচার সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান ৫৬৬
- কৌতুক প্রচার প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান ৫৬৯
- সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যমের প্রতি ইসলামের দিকনির্দেশনা ৫৭৩
- মিডিয়ার কাছে ইসলামের দাবি ৫৮৩

উপসংহার ৫৮৫

গ্রন্থপঞ্জি ৫৮৯

প্রথম অধ্যায়

শিল্পকলা ও ইসলাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিল্পকলা ও তার প্রকার

শিল্পকলার সংজ্ঞা ও প্রকার[১]

শিল্পকলার আরবি প্রতিশব্দ হলো 'আল-ফান'। 'ফান' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকার,[২] সৌন্দর্যমণ্ডিত,[৩] পরিশ্রম, তাড়ানো, অবস্থা, গড়িমসি, প্রতারণা, বিচক্ষণতা, তৈরিকরণ ও উৎপাদন ইত্যাদি।[৪]

আরবি ভাষায় 'ফান' শব্দটি বিভিন্ন প্রকার কথা ও নানা রকম মানুষ বোঝাবার জন্যও ব্যবহৃত হয়।[৫]

পারিভাষিক দিক থেকে 'ফান' বা শিল্পকলার দুটি সংজ্ঞা রয়েছে। একটি বিশেষ, আর অপরটি সাধারণ। শিল্পকলার সাধারণ সংজ্ঞা হলো, 'কাঙ্ক্ষিত সুনির্দিষ্ট ফলাফল লাভের আশায় কিছু নিয়মনীতির অনুসরণ। সেই ফলাফল নান্দনিক ও কল্যাণজনক যেমন হতে পারে, তেমনি উপকারমূলকও হতে পারে।[৬] এ অর্থে শিল্পকলা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং প্রকৃতির বিপরীত। কারণ প্রকৃতির কর্মগুলো কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা থেকে উদ্ভূত হয় না।

---

১ উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের আরবি ভার্সনে শিল্পকলা বোঝানোর জন্য আরবি ভাষায় ব্যবহৃত 'আল-ফান' শব্দটির অভিধানিক অর্থ ও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাঙালি পাঠকদের বিরক্তির উদ্রেক না করার স্বার্থে সে অংশের অনুবাদ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। [লেখক ও অনুবাদক, মাহফুজুর রহমান]

২ ইবন মানজুর, লিসানুল আরব, আব্দুল্লাহ আলী আলকাবীর ও তার সাথীদের সম্পাদিত, (বৈরুত: দারুল মাআরিফ, তা. বি.) খণ্ড ৫, পৃ. ৩৪৭৫-৩৫৭৬।

৩ তাহের আহমদ আয যাবী, তারতিবু কামুসিল মুহিত লি ফিরুজ আবাদি, (আদ দারুল আরাবিয়া লিল কিতাব, ৩য় সংস্করণ, তা. বি.) খণ্ড ৩, পৃ. ৫২৮।

৪ ইবন মানজুর, লিসানুল আরব, (প্রাগুক্ত) খণ্ড ৫, পৃ. ৩৪৭৫-৩৫৭৬।

৫ ইদ্রিস আন্‌নাকুরী, আল মুস্তালাহ আন্‌নাকদী ফি নাক্‌দিশ শি'রি (ত্রিপলি: আল মানসাতুল আম্মা লিন নাশারি ওয়াত তাওযী ওয়াল এ'লান, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯১; জিবরান মাসউদ আর রায়েদ, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রি.) খণ্ড ২, পৃ. ১১৩৩।

৬ ইদ্রিস আন্‌নাকুরী, আল মুস্তালাহ আন্‌নাকদী ফি নাক্‌দিশ শি'রি, (প্রাগুক্ত) পৃ. ৩৯১।

আর শিল্পকলার বিশেষ সংজ্ঞা নির্ধারণ বিষয়ে মানুষের মাঝে বহু যুগ হতে বিতর্ক হয়ে আসছে। যেমন: কারো কারো মতে, শিল্পকলা হলো সেইসব মাধ্যম, যা মানুষের রসবোধকে জাগ্রত করার জন্য বা নান্দনিকতাকে নাড়া দেবার জন্য মানুষ ব্যবহার করে।[৭] এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পকলা শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের সমঅর্থবোধক।

বেরুন[৮]-এর মতে, 'মানুষ যা ভাবে ও কল্পনা করে তা রঙ, তুলি, রেখা, বর্ণ, শব্দ, চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করাই হলো শিল্পকলা'।[৯]

মাজদী ওয়াহাবার মতে, 'মানুষের মনে যে ভাব ও চিন্তার উদয় হয় তা রেখাচিত্র, রঙ-তুলি, অভিনয়, শব্দ, ভাষা, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে বাইরে চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকাশ করাই হলো শিল্পকলা'।[১০]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। তাদের সকলের মতেই মানুষ তাদের মনের অভ্যন্তরে যা ভাবে ও যা কল্পনা করে তা রঙ, তুলি, চিত্র, ভাষা, শব্দ, অভিনয়, রেখাচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করাই হলো শিল্পকলা।

তবে নাজিব কিলানির[১১] মতে, মনের ভাবনা যেকোনোভাবে প্রকাশ করা হলেই তা শিল্পকলা হয় না। তাঁর মতে, একটা কর্মকে শিল্পকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য আরও তিনটি শর্ত পাওয়া আবশ্যক। শর্তগুলো হলো- এক. প্রকাশ পদ্ধতি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর হতে হবে। দুই. তা অবশ্যই মৌলিক ও সৃজনশীল হতে হবে। তিন. তা অবশ্যই মানুষের সৃষ্টিকর্মের প্রকাশ হতে হবে। তার ভাষায় 'তবে শিল্পকলা প্রকৃতপক্ষে মনের ভাবনা ও জীবনের চমৎকারভাবে ও আনন্দদায়করূপে প্রকাশ, যার বৈশিষ্ট্য হলো মৌলিকতা ও

---

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩।

৮ বোরুন (১৭৮৮-১৮২৩ খ্রি.) একজন ইংরেজ কবি। তিনি গ্রিকের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন।

৯ লিউ টলস্টয়, শিল্পের স্বরূপ, অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (কোলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ৪৯।

১০ মাজদী ওয়াহাবা, মু'জামু মুস্তালাহাতিল আদব (বৈরুত: মাফতাবাতু লবনান ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৩০৫।

১১ নাজিব আল কিলানি ১৯৩১ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর কায়রো মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইসলামী সাহিত্য ও শিল্পকলার অঙ্গনে অনেক বড় অবদান রাখেন। এজন্য বেশ কিছু পুরস্কারও লাভ করেন। তিনি মিশরের গল্প ও উপন্যাস লেখক সংঘ ও লেখক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।